খোলা জানলা

হঠাৎ রাস্তায় বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম দুটো মিনি বাসে ধাক্কা লেগেছে। একটা ১৯-২০ বছরের ছেলে সেই ধাক্কায় চাপা পড়েছে। দৃশ্যটা জানলা দিয়ে দেখেই আমার গা শিউরে উঠল। মনে পড়ে গেল আমার মাসতুতো দাদার কথা। বছর দশেক আগে দাদাকেও এইরকম দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে দাদা আজ শয্যাশায়ী হয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু রাস্তায় চাপা পড়া ওই ছেলেটা মারা গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আগের দিনের মর্মান্তিক ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে দাদার কথাও। দাদার কথা ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম। ওর একমাত্র সম্বল একটা খোলা জানলা। দাদার নাম দীপক। ফরসা একমাথা কোঁকড়ান চুল, চোখদুটো বড়বড় আর নাকটা একটু বোঁচা। দশ বছর আগে কোন একটা দুর্ঘটনার পর অপারেশনের ফলে প্যারালিসিস্ হয়ে যায়। আমার মাসি-মেসো অনেক চেষ্টা করেও কোন সুফল পাননি। আজ দাদার ২৪ বছর বয়স হল। সে এখন শয্যাশায়ী। তাই খাটের পাশের খোলা জানলাটাই ওর পৃথিবী। ও খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া দৃশ্যকে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে। কিন্তু যারা এ.সি. লাগানো ঘরে জানলার ভেতরে থাকে তারা বন্ধ জানলার বাইরের দৃশ্য বা খবর কোনটাই পায় না। আমি তো সুযোগ পেলেই খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি।

ভোরবেলা কাক ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে দাদা প্রথমেই খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। ভোরের আলো ফোটা দেখে। সূর্যদেব যথাসময়ে উদয় হলে একফালি রোদ এসে পড়ে গরমকালে। আবার শীতকালে সমস্ত দুপুরটাই খোলা জানলা দিয়ে রোদ এসে দাদার গায়ে পড়ে। দাদার মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। কিন্তু বর্ষায় জলের ছাঁট আসে বলে মাসি জানলা বন্ধ করে রাখেন। তখন দাদার খুব কষ্ট হয়। বৃষ্টি পড়া দেখতে পায় না।

খোলা জানলার পাশে বড় বড় দুটো গাছ আছে। আম আর পেয়ারা। গরমে আম আর বর্ষায় পেয়ারায় গাছ ভর্তি হয়ে যায়। অন্য ছেলেদের মতো দাদারও ইচ্ছা করে হাত বাড়িয়ে ফল পাড়তে। কিন্তু সে উপায় নেই। দিনের বেলা গাছের ছায়া, ফলের ছায়া, কাক-পাখির ছায়া এসে পড়ে ওর বিছানায়। দাদা একা একা শুয়ে শুয়ে সেই ছায়া ধরে ওর হাতের মুঠিতে। এমনি করেই ও ফল পাড়ে, পাখি ধরে। এতেই দাদার আনন্দ। খোলা জানলার দিকেই তাকিয়ে সারাদিন শুয়ে থাকে। দেখতে পায় গাছে কত রকমের পাখি আসে। দুদণ্ড বসেই শিস দিতে দিতে উড়ে যায়। কাকের বাসায় মা-কাকের ডিম আগলে বসে থাকা, শালিক পাখির কিচির মিচির, চড়ুই পাখির ঝগড়া, এইসব দেখেই দাদার সময় কাটে।

খোলা জানলা এবং জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া সবকিছুই ওর নিত্য সঙ্গী। ওখান দিয়ে একটুকরো আকাশও দেখা যায়। সেই একফালি আকাশ দিয়েই কখনও-সখনও প্লেন উড়ে যাওয়া দেখতে পায়। রাতের আকাশ হলে প্লেনের আলো দেখতে পায়। ওর ভারি ভাললাগে। রাতের বেলা একটা দুটো তারাও চোখে পড়ে। বিছানার পাশের খোলা জানলাটাই দাদার জগত। ওর জীবনের সবকিছু।

আমরা যারা সুস্থ, হাঁটাচলা করতে পারি, তাদের কাছে একটা খোলা জানলার মূল্য কতখানি জানি না তবে দাদার কাছে সেটাই প্রাণবায়ু। জানলা খোলা থাকলে ওর মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ওর হাতের নাগালে আছে, সামনে আছে। কিন্তু বন্ধ জানলায় ওর চোখে এক নিমেষে অন্ধকার নেমে আসে। মন বিষাদে ভরে ওঠে। বুক ফেটে কান্না আসে। দাদা পাগলের মত ভালবাসে ওর খোলা জানলাটাকে।

মায়ের ডাকে আমার সম্বিত ফিরে এল। তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে চলে গেলাম...

- চন্দনা দে

© arked infotech 2015